তারিখ ২৭।১২।৮৯
পৃষ্ঠা

দৈনিক বাংলা

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান শনিবার কিশোরগঞ্জ সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন।

কারিগরি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবেঃ শাহ আজিজ

কিশোরগঞ্জ, ২৬শে ডিসেম্বর (বাসস)।—প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিক যুগের প্রয়োজন উপযোগী করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা হচ্ছে।

তিনি আজ এখানে কিশোরগঞ্জ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকদের এক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাঠ্যক্রম পরিবর্তন সম্পর্কে কুদরত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষাকে হতে হবে কর্মমুখী, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে।

শাহ আজিজ বলেন, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের আধুনিক জ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে এম আমিনুল হকের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে এড-ভোকেট নাজমুল হুদা এমপি, জনাব ফরহাদ আহমদ কাঞ্চন এমপি এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব হাতেম আলী বক্তব্য রাখেন।

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শাহ আজিজ

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রধানমন্ত্রী ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, অধ্যয়নে পুরোপুরি মনোনিবেশ করার জন্য উভয়কে শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, ছাত্রদের চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়াকে শিক্ষাজীবনের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সরকার সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তিনি জানান।

শাহ আজিজ সকল স্কুলে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলার জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্কুল-কলেজের উন্নয়নে আর্থিক অনুদান, গণসাক্ষরতা অভিযানে ছাত্র-শিক্ষকদের স্বেচ্ছাভিত্তিক অংশগ্রহণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করবে। তিনি আরও বলেন, সরকার দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা মেয়াদে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি জাতিগঠনমূলক সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে সর্বস্তরের জনগণকে সক্রিয় অংশ নেয়ার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী পরে কিশোরগঞ্জ আইনজীবী সমিতির সদস্যদের উদ্দেশেও ভাষণ দেন।